২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

এইচএসসিতে কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতি প্রয়োজন

এই বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় ৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৭৫% নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান। গত বৎসরের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরাও এ বৎসর পরীক্ষা দিতেছে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়, কোন ছাত্র যদি ১টি পত্রে অকৃতকার্য হয় তবে তাহার সমস্ত পরীক্ষা বাতিল হইয়া যায় এবং পরবর্তী বৎসর আবার তাহাকে নূতন করিয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। ফলে উক্ত ছাত্রের সমস্ত বিষয়ে পড়াশুনা করিতে হয়। ভাগ্য মন্দ হইলে ১ম বৎসর যে বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়াছে সে বিষয়ে কৃতকার্য হইলেও অন্য বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া যায়। ফলে পরবর্তী বৎসরও উক্ত ছাত্রের পরীক্ষা বাতিল হইয়া যায় এবং দরিদ্র অভিভাবকদের উপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ পড়ে। যাহার কারণে হয়তো আর ঐ ছাত্রের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না—ফলতঃ ঐ ছাত্রের শিক্ষা জীবন শেষ হইয়া যায়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতি চালু রহিয়াছে। এ পদ্ধতিতে কোন ছাত্র যদি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তবে তাহার সমস্ত পরীক্ষা বাতিল না করিয়া খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ঐ পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রকে সম্পূর্ণ বিষয়ে পাস ধরিয়া নেওয়া হয় এবং অকৃতকার্য হইলে ফেল বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ডিগ্রী পর্যায়ে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি এবং এইচএসসি শিক্ষাক্রমেও তাহা চালু ছিল। এই পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এ দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হইয়াছে। এমতাবস্থায়, অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া 'কম্পার্টমেন্টাল পদ্ধতি' চালু করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছি।

মোঃ আনিসউল হক, সদর রোড পটুয়াখালী।